২৭-০৯-১৬ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা-তোমরা যখন সচেতন(বুদ্ধিসম্পন্ন) হয়েছো তখন তোমাদের কামাইয়ের অনেক শখ থাকা চাই । কাজকর্মের মধ্যেও সময় বের করে যদি বাবাকে স্মরণ করলে উপার্জন হতে থাকবো"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এখন এমন কোন্ শ্রীমত পাও যা কখনও পাও নি ?

উত্তর :- ১) তোমাকে এই সময় বাবা শ্রীমত দিচ্ছেন-- মিষ্টি বাচ্চারা, সকাল সকাল উঠে তোমরা যদি বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার পাবে । ২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতো থাকো, এমন শ্রীমত দ্বিতীয় কোনো সত্সঙ্গে তোমরা পাবে না । সেইসব সত্সঙ্গে বাবা এবং তাঁর বর্সার কোনো কথাই থাকে না ।

গীত :- তুমিই মাতা পিতাও তুমি .....

ওম্ শান্তি । বিশেষতঃ ভারতে হলেও সারা দুনিয়ারতেই অনেক প্রকারের সত্সঙ্গ হয় । এমন কোনো সত্সঙ্গ, চার্চ বা মন্দির নেই যেখানে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে এ কথা ভাবতে পারে যে, এখান থেকে আমরা ঈশ্বরীয় বর্সা বা উত্তরাধিকার পাচ্ছি । এখানে তোমরা বাচ্চারা এসেছো, সমস্ত সেন্টারেও বাচ্চারা বেহদের বাবার স্মরণে বসেছে-- এই বিচারধারা নিয়ে যে আমরা আমাদের বাবার থেকে সুখধামের বর্সা পাচ্ছি । অন্য কোনো সত্সঙ্গে বা চার্চে এ কথা কেউ বুঝবে না । এই কথা একমাত্র বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে । বাচ্চারা তোমরা জানো, তোমরা বেহদের বাবার স্মরণে বসেছো । বাবার থেকে নতুন দুনিয়া অর্থাত্ স্বর্গের বর্সা নিচ্ছো । সব বাচ্চারা এক শিববাবার থেকে এই বর্সা বা অধিকার নিচ্ছে । আস্তে আস্তে এই বাচ্চার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে । সকলেরই এই শ্রীমত লাভ হয় যে-- ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো । আমরা বাবার থেকে এই বর্সা নেবো, কারণ আমরা এখন সেই (শিব)বাবার হয়েছি । বাবার থেকে আত্মারা তাদের পরিচয় পেয়েছে । বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকো । সবাই তো আর এখানে এসে থাকবে না । স্কুলে পড়ে সবাই যে যার ঘরে ফিরে যায় । সমস্ত বাচ্চারাই তাদের শিক্ষকের থেকে এই বর্সা পেতে পারে । এখানেও ঠিক তেমনই । রোজ পড়াশোনা করে তারপর ঘরে গিয়ে নিজেদের কাজকর্ম করো । তোমরা গৃহস্থ জীবনে আছো আবার একই সঙ্গে তোমরা ছাত্রও । গৃহস্থ জীবনে থেকে তোমাদের পদ্ম ফুলের মত পবিত্র থাকতে হবে । এমন কথা কোনো সন্ন্যাসীরাও বলে না । তোমরা এখানে আক্ষরিক অর্থেই বসে আছো । আবার গৃহস্থ জীবনে থেকেও তোমরা পবিত্র হতে থাকো । দ্বিতীয় কেউই এমন পবিত্রভাবে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারে না । যদিও মানুষ গীতা শোনে বা পড়ে কিন্তু বাবাকে স্মরণ তো আর করে না । কথা আর কাজের মধ্যে অনেক ফারাক আছে । তোমরা জানো যে তোমাদের বাবা হলেন জ্ঞানে পরিপূর্ণ, তাঁর কাছে এই চক্রের নাটকের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । এখন বাবার থেকে তোমাদেরও এই জ্ঞান মিলছে । এই চক্র খুবই সুন্দর । এই যুগ পুরুষোত্তম হওয়ার কারণে তোমাদের জন্মও পুরুষোত্তম । অতিরিক্ত মাস হয় তাই না ?

তোমরা বাচ্চারা জানো যে,আমরা বরাবর বাবার থেকেই পুরুষোত্তম তৈরী হই । মর্যাদা পুরুষোত্তম আমরা আবার নতুন করে তৈরী হচ্ছি । তারপর আবার 84 জন্মের চক্র পার করবো এই জ্ঞানও আমাদের বুদ্ধিতে আছে । অন্য কোনো সত্সঙ্গে এ কথা বোঝানোই হয় না । তোমরা বুঝতে পারছো

যে আমরা এই হতে যাচ্ছি । একমাত্র শিববাবাই আমাদের এমন বানান । এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি দেখিয়ে তোমরা এই কথা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো । বরাবর ব্রহ্মার দ্বারা যোগবলের মাধ্যমে এঁনারা এই পদ পেয়েছিলেন । বুদ্ধিতে এই কথাকে ধারণ করতে হবে । ব্রহ্মা-সরস্বতী, লক্ষ্মী - নারায়ণের দুই রূপ দেখানো হয়েছে । ব্রহ্মা - সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদেরও দেখানো চাই । প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর খুব ভালো করে বিচার করতে হবে । বাবা বলেন যে আমাকে স্মরণ করো । ব্রহ্মাকেও বাবা বলেন যে-- আমাকে স্মরণ করো তাহলে এমন হতে পারবে । আবার ব্রহ্মামুখ বংশাবলীদের সবাইকে বাবা বলেছেন যে আমাকেই স্মরণ করো । কেমনভাবে স্মরণ করতে হবে, সেই কথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তোমাদের সামনে ছবিও রাখা আছে । এই ছবি দিয়ে বোঝানোও খুব সহজ। বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে । প্রদর্শনীতেও এর উপর বোঝাও । তোমাদের বুদ্ধিতেও এ কথা নিশ্চিতভাবে বসা চাই যে, বরাবর ইনিই হলেন সকলের বেহদের শিববাবা । এই হিসাবেই আমাদের বেহদের বর্সা পাওয়া চাই । আমরা নিরাকারী আত্মারা সকলেই ভাই-ভাই । যখন সাকারে আসি তখনই আমরা ভাই-বোন হই , আর তখনই এই পড়া পড়তে পারি । ব্রহ্মার বাচ্চারাই ভাই বোন হয়। বর্সা(শিব)বাবার থেকেই পাওয়া যায় । এই কথা বুদ্ধিতে রাখা চাই । যে কোনো মানুষকে এ কথা বুঝিয়ে বলো । সবার প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দাও । বলো আমরা সবাই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, সর্বব্যাপী বললে ফাদারহুড বোঝানো হয় । ফাদারহুড(সবাই বাবা হয়ে গেলে) বর্সা কার থেকে পাওয়া যাবে ? সবাইকে বাবা বলার কারণেই মানুষ নামতেই থেকেছে । বর্সা বা অধিকার কিছুই পায় নি । *সবাই ভাই ভাই বুঝতে পারলেই বাবার থেকে বর্সা পাওয়া যাবে । **একথা সবাইকে খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারলে মানুষের বুদ্ধিতে যে অষ্ট দেব আদির বসে রয়েছে(অর্থাৎ মানুষ যে দেবদেবীর পূজা করে) সেইসব বুদ্ধি থেকে বের হয়ে যাবে । সবাইকে বলো আমাদের সকলের দুইজন বাবা । রুহানী বাবা অর্থাত্ আত্মার বাবা, যার দ্বারা সকলের সদ্গতি হয়, তিনিই আমাদের সুখ শান্তির বর্সা দেন । এই বর্সা পেয়ে সবাই সুখী হয়ে যায় । তাঁকে বলা হয় স্বর্গের গড ফাদার অর্থাত্ স্বর্গের রচয়িতা । প্রথমে বাবার প্রভাব তোমাদের বুদ্ধিতে বসানো চাই । ইনি হলেন আত্মাদের বেহদের বাবা । তাঁকেই পতিত পাবন বলা হয় । তোমরা আত্মারা হলে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । এই কথাটা একেবারে নিশ্চিত করে নাও । আগে এই মূল কথাটা তাদের বুদ্ধিতে বসিয়ে দাও । এই কথা বুঝতে পারলে তাদের খুশীর পারা চড়তে থাকবে আর তখনই তারা বলবে "আমরা বাবাকে অবশ্যই স্মরণ করবো । আমরা নিশ্চিত যে, আমরা বাবাকে স্মরণ করে এই বিশ্বের মালিক হবো ।" এই খুশীর পরিমাণ তখন অনেক বেড়ে যাবে । যারা বুদ্ধিমান বা বুঝদার হবে তাদের বুদ্ধিতে এই কথা সম্পূর্ণ নিশ্চিত হবে এবং তারা বলবে যে, এমন বেহদের বাবা যিনি দাদার মধ্যে আসেন সকলের আগে তাঁর সাথে মিলিত হতে হবে । শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন । তোমরা আত্মারা তাঁর সঙ্গে মিলন করতে না পারলে কেমন করে স্মরণ করবে ? বাচ্চাদের দত্তক(Adopt) নেওয়া হলেই স্মরণে আসে । দত্তকই যদি না নেওয়া হয় তাহলে কেমন করে স্মরণে আসবে ? প্রথমে তাঁর হও । এমন বাবার সাথে তো চট্ করে মিলন করা চাই । বাবাও এই কথাই জিজ্ঞেস করবেন যে , তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো তো ? আমি হলাম তোমাদের আত্মাদের বাবা । শিব বাবা তোমাদের সাথে কথা বলছেন । আমার আত্মার বাবা তাই তোমাদেরও বাবা । তিনি তোমাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কি এই নিশ্চয়তা আছে যে বরাবর সমস্ত আত্মার বাবা .একজনই । তিনিই বর্সা দিয়ে থাকেন । তোমাদের পবিত্রও হতে হবে । একমাত্র বাবা ছাড়া সবাইকে ভুলে যেতে হবে । তোমরা আত্মারা ঘর অর্থাত্ পরমধাম থেকে নগ্ন এসেছিলে তাই না ! তোমাদের কোনো দেহ বা সম্বন্ধ ছিলো না । আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে

বড় হতে থাকে তখন তাকে বোঝানো হয় যে , ইনি হলেন তোমার বাবা আর ইনি অমুক । আত্মা তো সব সম্বন্ধ থেকেই পৃথক বা আলাদা । আত্মা যখন চলে যায় তখন বলা হয়-- আমি মরলে এই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত । আত্মা বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় । যতক্ষণ না সে দ্বিতীয় শরীর পায় । মায়ের গর্ভ থেকে বাইরের দুনিয়ায় আসে , বুঝদার হলেই তখন সম্বন্ধের বিষয় বুঝতে পারে । সুতরাং এই কথাও তোমাদের বাচ্চাদের বোঝাতে হবে । বেঁচে থেকেও সমস্ত কিছু ভুলে যেতে হবে । এক বাবাকেই স্মরণ করা-- এটাই হল অব্যভিচারী স্মরণ । একেই যোগ বলা হয় । এখানে তো মানুষ অনেককেই স্মরণ করে । আর তোমাদের হল অব্যভিচারী স্মরণ । আত্মারা জানে এইসব শরীরের সম্বন্ধ শেষ হয়ে যাবে । আমাদের সম্বন্ধ এক বাবার সাথে , যত বাবাকে স্মরণ করবে , ততই বিকর্ম বিনাশ হবে । এমন নয় যে মিত্র সম্বন্ধীদের স্মরণ করলে বিকর্ম হবে । *বিকর্ম তখনই হবে যখন কোনো ভুল কাজ করবে । বাকি অন্য কাউকে স্মরণ করলে বিকর্ম হবে না, *কিন্তু অবশ্যই সময় নষ্ট হবে । এক বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয় । পাপ কাটাবার এই একমাত্র যুক্তি । বাকি সম্বন্ধের মানুষজন তো অবশ্যই স্মরণে আসবে । শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম করো, কিন্তু যত সময় পাওয়া যায় বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো তাহলে আত্মার খাদ বের হয়ে যাবে । মূল কথাই হল এটা । নিজের মনে বিচার করো যে পতিত থেকে পাবন কেমন করে হবে ? বাবাকে স্মরণ করতেই হবে, গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে । সন্ন্যাসীরাও এক শরীর ছেড়ে গৃহস্থীর ঘরে গিয়েই জন্ম নেয় । এমন নয় যে তারা জন্ম - জন্মান্তরের জন্য পবিত্র হয়ে যায় । পাপহীন দুনিয়া তো এখন কোথাও নেই । এ হল পাপের দুনিয়া । এর থেকে কেউই বেরোতে পারে না । পাপের দুনিয়ায় থাকার কারণে কিছু না কিছু কমতি অবশ্যই থাকে । বাকি দুনিয়া তো দুই ধরনের । *পাপের দুনিয়া আর পাপহীন দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়ায় দেবতারা থাকতেন, তাহলে সহজভাবে এই কথা বোঝানো যাবে । এই পতিত দুনিয়ার এখন বিনাশের সময় উপস্থিত হয়েছে । এই বিনাশ হওয়ার আগে বেহদের বাবার থেকে বর্সা নিতে হবে । বাবা বলেন-- দেহের সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে । বাবা বলেন-- তোমরা আমাকে পতিত পাবন বলো না ! গঙ্গাস্নান তো অনেকেই করে । তাতে কেউই পবিত্র হতে পারে না । প্রদর্শনীতে খুব ভালোভাবে বোঝাতে হয় । *প্রজাপিতাকে তো এখানেই চাই তাই না ? নীচে ছবিতে দেখানো হয় ব্রহ্মাকুমার আর ব্রহ্মাকুমারীরা তপস্যারত । তাই এই কথা খুব ভালোভাবে বোঝাতে হবে । প্রত্যেককেই খুব আন্তরিকভাবে বোঝাতে হবে । ভাসা-ভাসা(ওপর-ওপর) বোঝালে নাম বদনাম হয়ে যাবে । যদি দেখো তুমি কিছু ঠিক করে বোঝাতে পারছো না তাহলে বলো যে অন্য বোনকে পাঠাচ্ছি । এক এক জন অন্যদের থেকে বেশ তীক্ষ্ণ হয় । প্রদর্শনী বা মেলাতেও লক্ষ্য রাখতে হয় যে সবাই ঠিক মতো বোঝাতে পারছে, তর্কে জড়িয়ে পড়ছে না তো! গেটেও সবাইকে চেনে এমন লোক রাখতে হবে । নানান ধরনের লোকজন আসে তাই না ? বড় মানুষদের অবশ্যই সম্মান দিতে হবে । তফাত তো অবশ্যই থাকবে । এরকম ভাবা উচিত নয় যে এ বেশী প্রিয় আর ও প্রিয় নয় । দু'রকম মনোভাব, না তা নয় । একে দুরকম মনোভাব বলা হয় না । অনেকে ভাবে যে এখানে বড় মানুষদের বেশী সম্মান দেওয়া হয় । যারা সেবাপরায়ণ তাদের তো খাতির করতেই হবে । কেউ যদি বাড়ী বানিয়ে দেয় তাহলে তো তাকে অবশ্যই খাতির করতে হবে । তোমাদের জন্যই বাড়ী তৈরী হবে তাই না ? যারা পরিশ্রম করে রাজা হবে , প্রজারা তো তাদের অবশ্যই খাতির করবে । কম পদ পাওয়া লোকেরা উঁচু পদ পাওয়া লোকেদের তো অবশ্যই খাতির করবে । সারা দুনিয়ার আত্মারা এই বেহদের শিববাবার সন্তান । কিন্তু শিববাবা এই ভারতেই এসেছেন । ভারতবাসীরা প্রথমে উঁচু ছিল কিন্তু এখন নীচে নেমে গেছে । তাই বাবা বলেন যে আমি এখন তোমাদের পড়াতে এসেছি । আমি

ভারতেই আসি তাতে সকলের কল্যাণ হয় । বিশেষ("In particular") আর সাধারণ("In general") তো আছেই না ! এখন ভারত নরক হয়ে গেছে, একে আবার নতুন করে স্বর্গ বানাতে হবে । তাই ভারতেই বাবা আসবেন অন্য কোথাও গিয়ে কি করবেন ? ভারতেই ভক্তিমার্গে সবার প্রথমে জাঁকজমকপূর্ণ সোমনাথ মন্দির বানানো হয়েছিলো । যেমন ভাবে একের পর এক বড় চার্চ বিলেতে বানানো হয় কেননা সেখানে পোপের রাজত্ব । সমস্ত চার্চ একরকম হয় না । সেখানেও ক্রমানুসারে চার্চ তৈরী হয় । সোমনাথ মন্দির কত হীরে জহরত খচিত ছিল কিন্তু মুসলমানরা সব লুঠ করে নিয়ে চলে গেছে । সেই মন্দির ধনসম্পত্তিতে পূর্ণ ছিল । চার্চ থেকে কি আর লুঠ করা যাবে ? মানুষ এইসব ধন সম্পত্তি আর অর্থের পিছনে পড়ে থাকে । মহম্মদ গজনবী কত কিছু নিয়ে গেছে । তারপর ইংরেজ এসেছিল , তারাও এখান থেকে ধন নিজেদের দেশে পাঠিয়েছিল । তারাও অনেক ধন নিয়ে গিয়েছিল । এখন তোমরা সেই ধন আবার ফেরত পাচ্ছ। তারা কোটি কোটি টাকা দেয় । সঠিক সময়ে সেসব তোমরা পাচ্ছ । হিসাব মতো সে সব না পেলে প্রয়োজনের সময় কি করে চলবে ! বাবা বোঝান যে এই নাটক কেমনভাবে বানানো হয়েছে । এই দেনা - পাওনার হিসাব আসলে কি । এখন তোমাদের বাচ্চাদের স্বর্গের মালিক হতে হবে । এই পৃথিবীর ইতিহাস আর ভূগোল কেমনভাবে এই চক্রে বারে বারে ফেরে তাও বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে । তবুও বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা "মনমনাভব ।" এই সমস্ত আবার রিপিট হবে । সমস্ত জিনিসই সতো থেকে তমোপ্রধান হয়ে যাবে । দিনে তোমরা কাজকর্ম করো তাই সেই সময় বাদ দিয়ে বাকি সময় বাবাকে স্মরণ করো । কাজকর্ম করতে করতেও অনেক সময় কিছু সময় পাওয়া যায় । কিছু কিছু মানুষের এমনই কাজ থাকে শুধু সই করতে হয়, আর কিছুই করতে হয় না । এমন অনেকেই আছে যারা ফ্রি থাকে । তবুও রাত তো সম্পূর্ণ নিজের । দিনে তোমরা শরীর নির্বাহের জন্য কাজ করো কিন্তু রাতে এই ভাগ্যের কামাই করো । এই কামাই হল ভবিষ্যৎ ২১ জন্মের জন্য । বলা হয় যে এক মুহূর্ত বা আধ মুহূর্তও যদি বাবার স্মরণে থাকো তাহলেও তোমাদের অনেক কামাই হবে । যারা সচেতন বাচ্চা, তারা বুঝতে পারবে যে বরাবর আমরা অনেক কামাই করতে পারবো । কেউ কেউ আবার চার্টও লেখে-- আমরা এতটা সময় ধরে বাবাকে স্মরণ করি । অজ্ঞান অবস্থায় কেউই নিজের দিনচর্যা লিখত না । তোমরাও যদি চার্ট লেখো তাহলে তোমাদের নিজেদের উপর নজর থাকবে । এতে কোনো সময় নষ্ট হয় না । কোনো বিকর্মও হয় না ।

আচ্ছা - মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দ্বৈত ভাবনাকে সমাপ্ত করে সকল আত্মাকে সম্মান দিতে হবে । যে কোনো আত্মাকেই আন্তরিকভাবে বোঝাতে হবে । ঈশ্বরীয় উপার্জনে ব্যস্ত থাকতে হবে ।

২) বেঁচে থেকেও সবকিছু ভুলে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে । সাথে সাথে সচেতন হয়ে অবিনাশী কামাইও করতে হবে । বাবাকে কতটা স্মরণ করছো সেই চার্টও রাখতে হবে ।

বরদান :- নিজের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা পতিত বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন কারী পতিত-পাবনী হও।

বায়ুমন্ডল যেমনই হোক নিজের শক্তিশালী বৃত্তি সেই বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করতে পারে । বায়ুমন্ডল বিকারী হলেও নিজেদের বৃত্তি যেন নির্বিকারী হয় । যে পতিত বায়ুমন্ডলকে পবিত্র করতে পারে, সে কখনো পতিত বায়ুমণ্ডলের বশীভূত হয় না । মাষ্টার পতিত পাবনী হয়ে নিজের শক্তিশালী বৃত্তির দ্বারা অপবিত্র বা কমজোর বায়ুমন্ডলের পরিবেশকে দূর করো, এই অপবিত্র বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা করো না । কমজোর বা অপবিত্র বায়ুমণ্ডলের বর্ণনা করাও পাপ ।

স্লোগান :- এখন ধরিত্রীতে পরমাত্মার পরিচয়ের বীজ বপন করো তাহলে প্রত্যক্ষতা হবে ।